ছোটদের কবিতা

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

রাজ্য শিক্ষা সংস্থা, পঃ বঙ্গ
পোঃ বাণীপুর, জিঃ ২৪ পরগণা

ছোটদের কবিতা

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী

পঃ বঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংস্থা, বাণীপুর কর্তৃক
প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদী এবং নিম্ন মাধ্যমিক
বিদ্যালয় সমূহের পাঠাগারগুলির জন্য প্রকাশিত।
মার্চ, ১৯৭৩

নিবেদন

ছোটদের মাতৃভাষা শেখার ভাল সুযোগ দিতে হ'লে শুধু পাঠ্যপুস্তক যথেষ্ট নয়। কাজকর্ম, খেলাধূলা, উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতিতে কবিতা ও গদ্য পড়বার সুযোগ করে দিতে হ'বে। এখানে খেলাধূলা বিভিন্ন মহাপুরুষের স্মরণ উৎসব অন্যান্য বিষয়ের উপর লেখকের লেখা কিছু কবিতা প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নিকট পৌঁছে দেবার চেষ্টা হয়েছে। তাছাড়া একটি কবিতায় লেখা ছোট নাটিকাও এতে যোগ করা হয়েছে। খেলাধূলা সংক্রান্ত কবিতাগুলির উদ্দেশ্য হলো অঙ্গ সঞ্চালনের তালে ঐগুলি শেখানো। তাহলে শিশুদের ব্যায়াম করা হ'বে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ছড়াটিতে ক হতে সুরু করে বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে পংক্তি তৈরী করা হয়েছে। এই প্রথম সংগ্রহ পুস্তিকাটি উপযোগী বিবেচিত হলে পরে অনুরূপ সংগ্রহ পুস্তিকা প্রকাশের ইচ্ছা রইলো। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাঁদের মূল্যবান অভিমত পাঠালে এবং তাদের লেখা ছোটদের উপযোগী কবিতা পাঠালে আমাদের এই প্রচেষ্টা আমরা আরো ভালোভাবে চালাতে পারবো।

ইতি—

তাং ১২ | ৩ | ৭৩

মৃত্যুঞ্জয় বক্সী
রাজ্য শিক্ষা সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ
পোঃ বাণীপুর, ২৪ পরগণা

কুচকাওয়াজ

বীরের দল এগিয়ে চল
বাড়বে সাহস বাড়বে বল।
এক দুই তিন চার
রুখবে মোদের শক্তি কার?
পায়ের তাল ভাঙবোনা—
আমরা কভু হারবো না।
সারি সিধে রাখবো—
সিধে হ'য়ে হাটবো।
এক দুই তিন চার
পা মিলিয়ে থাম এবার।

শহীদ স্মরণে

স্বদেশ বেদীতে হলে বলিদান
জয় তোমাদের জয়
মর পৃথিবীর মরণ বরিয়া
করেছ মৃত্যু জয়
দেশ নয় শুধু ধূলা মাটি দিয়ে গড়া
দেশের মানুষ তার সম্পদ সেরা
তাদের সেবার ব্রত নিব আজ মোরা
শহীদের ঋণ শোধ যে তাতেই হয়।

হাতের ব্যায়াম

সিধে দাঁড়াও পা মিলিয়ে
দু'হাত গায়ের পাশ মিলিয়ে।
দু'টি হাতেই মুঠি পাকাও—
কনুই মুড়ে বুকে লাগাও।
সামনে বোঝা—ঠেলো তারে
কাছে টেনে নাও এবারে।
এবার বোঝা মাথায় তোল
এখন ছুটি—দু'হাত খোলো।
এখন দুটি হাতই খালি
সামনে এনে লাগাও তালি।
এক দুই তিন চার
বেশ হয়েছে চমৎকার।

পায়ের ব্যায়াম

দাঁড়াও সিধে, কোমর ধরে,
বাঁ পা বাড়াও সামনে 'পরে।
এবার বাঁ পা ফিরিয়ে নাও—
দু পায়ে ভর আবার দাও।
ডান পা বাড়াও সামনে 'পরে
আবার দাঁড়াও দু'পার পরে।
এমনি করো কয়েকবার
এক দুই তিন চার।

হাতির খেলা

আমরা সবাই হাতি—শুঁড় উঁচিয়ে রাখি

থপ থপিয়ে হাঁটি

লম্বা মোদের শুঁড়টা দোলাই

যখন মোরা হাঁটি—।

সামনে পেলে কলাগাছ

শুঁড়টা তুলে ধরি

কলার কাঁদি পেড়ে এনে

মুখেতে দিই পুড়ি।

আমরা সবাই হাতি

ভাল নামটি করী

শত্রু এলে জাপটে শুড়ে

আছড়ে শেষ করি।

ঘোড়ার খেলা

আমরা ঘোড়া ভাল কথায় অশ্ব মোদের বলে

কার সাধ্য মোদের চেয়ে বেগে ছুটে চলে?

টগবগিয়ে টগবগিয়ে ছুটে যখন যাই

আমাদের চার খুড়ের ধূলোয় ভরে আকাশটাই।

ছুটে চলার তাড়া যখন থাকে না আর ভাই।

নৃত্য তালে ছল্‌কি চালে হেঁটে তখন যাই।

যখন চলার বিরাম ঘটে দাঁড়িয়ে থুকি পা

লেজের চামড় কেবল দোলাই মশা লাগে না।

রেলগাড়ী

পিছু পিছু ফাঁক ফাঁক দিয়ে ফেল সারি
সামনে যে আছে তার কোমর ধরো।
এখন সবাই মিলে মোরা রেলগাড়ী—
সামনেই ইঞ্জিন শব্দ করো।
পিছনের গার্ড নারো সবুজ নিশান—
এইবারে ইঞ্জিন বাঁশিটা বাজাও।
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ শব্দ ধরো
ধীরে ধীরে রেলগাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে দাও।

ফাঁকা পথ জোড়ে চল গম্ গম্ গম্
সাঁকো আছে এইবার কমাও গতি।
আবার বাড়াও গতি ঝম্ ঝম্ ঝম্
লেট্ হ'লে হ'বে কত লোকের ক্ষতি।
ঐ দেখ সিগন্যাল ষ্টেশন কাছে
এখন বেঁকবে গাড়ী খুব হুঁশিয়ার।
এইবার প্লাটফর্মে গাড়ী ঢুকেছে
একেবারে থেমে পর "ষ্টপেজ" এবার।

সব্জীর ছড়া

নামটি আমার গোলআলু মাটির তলে বাস
সিদ্ধ ভাজা ঝোল ও ঝালে খাও যে বারোমাস।

কাঁচায় সবুজ পাকলে রাঙা লতা গাছের ফল
বর্ষাকালের সেরা আনাজ আমার নাম পটল।

ঘরের মাথায় কিংবা মাঠে লতা গাছে ধরি
শির ফোলানো ঝিঙে আমি গরীবের তরকারী।

মস্ত বড়ো মিঠে কুমড়ো সস্তা দরেই পাও
সেদ্ধ ভাজা ছক্কা ও টক যেমন খুসি খাও।

ঝোঁপ ঝোঁপ গাছে ধরি নামটি বেগুন
ভাজা কিংবা পোড়া খেলে বুঝবে আমার গুণ।

বাঁধাকপি আমি—মোর পাতা সবটাই
শীতের সব্জী মাঝে সেরা তবু ভাই।

ট্যমাটো সস্তা ফল শীতকালে ধরে
কাঁচা খাই রেঁধে খাই রাখি জেলি করে।

মূল ফুলে রূপ পাই মূলা তাই নাম
কাঁচা ভাজা ডালনায় সমান সুনাম।

গাঁজর আমার নাম মূলার দোসর
শীতের সব্জী মাঝে আছেরে আদর।

শীতের সব্জী বিট মিষ্ট অধিক
তরকারী মাঝে আমি অতি আধুনিক!

লঙ্কা আমার নাম দেহ ভরা ঝাল
তবু তরকারী সব আমার কাঙাল।

গন্ধ আর ঝাঁঝ তবু পেঁয়াজ তো চাও
কাঁচা খাও ভাজা খাও মসলা বানাও।

গান্ধীজী

ভারত স্বাধীন করলো যাঁরা তাঁদের সেরা গান্ধীজী
আজকের এই পুণ্যদিনে প্রাণ ভরে তাঁর জয় গাহি!
জন্ম তাহার মধ্যবিত্ত সাধারণ এক পরিবেশে
কর্মগুণেই স্মৃতি পূজা তাঁর বিশ্বের আজ সব দেশে
সেবা, ত্যাগ আর সত্য নিষ্ঠা এই তিন তাঁর অলঙ্কার
মানবপ্রেমিক—অহিংসা পথে শেখালেন রণ স্বাধীনতার
ভাই ভাই যবে হিংসা আহবে প্রমত্ত ছিল এই দেশে
শান্তি আনার কঠিন সাধনে শহীদ হলেন হায় শেষে।
আজিও তাঁহার স্বপ্ন-ভারত রূপ-পায় নাই বাস্তবে
আমরা তাহাকে রূপ দেব এই প্রতিজ্ঞা লব আজ সবে।

নেতাজী

হে আজাদী বীর নেতাজী সুভাষ—জয় হিন্দ, জয় হিন্দ,
দেশের মুক্তি সাধনায় তব নয়নে ছিল না নিঁদ!
আই, সি, এস চাকরী ছাড়িয়া ছুটে গেলে তাই জেলে।
সকল রকম দুঃখ যাতনা সয়ে গেছ অবহেলে
শেষকালে প্রিয় স্বদেশ ছেড়েছ, পড়েছ যুদ্ধ সাজ।
কোহিমাপ্রান্তে যুদ্ধে তোমার থরহরি ইংরাজ
স্বাধীন হয়েছে তোমার স্বদেশ—আজ তুমি সেথা নাই—
আমাদের কাছে তুমি চিরজীবি মোরা তব জয় গাই।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ছড়া

কতনা শহীদ রক্ত দিলেন
খতিয়ান তার রাখি কেমনে ?
গান্ধী নূতন পথ দেখালেন
ঘুচায়ে হিংসা আজাদী রণে।
চঞ্চল হ'লো ইংরাজ তায়—
ছল চাতুরীর পাতিল ফাঁদ।
জালিয়ানওয়ালা হত্যা চালায়
ঝাঁকে ঝাঁকে মারে নিরপরাধ।
টুটিল ধৈর্য্য বীর যুবকের
ঠকিল ফাঁদে "ভকত" পড়িল
ঢুকিল না মনে—হলেন বলি
তিলক, লালা ও পালের ডাকেতে
থমকি দেশের হ'ল চেতন
দেশবন্ধুর ত্যাগের পথেতে
ধীরে গড়ে উঠে সংগঠন
নূতন যুগের বীর বাহিরায়
পল্লীপ্রান্তে কারখানায়—
ফাঁসির ভয়েতে যারা ভীত নয়
বুলেট সামনে এগিয়ে যায়।
ভয় পেয়ে পাতে শাসক মন্দ
মারণ ফন্দি—বিভেদ-ফাঁদ

যার ফলে সুরু ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব
রক্ত কালিমা—কী-সে বিষাদ।
লজ্জা তাহার নেতাজী ঘুচায়
বাহিনী রচিয়া আজাদ হিন্দ—
শানওয়াজ আর ধীশনে মিলায়
ষড়জাল ভেদী হাঁক "জয়হিন্দ"।
সত্য পথের সারথি গান্ধী
হত্যা হলেন পথের শেষে
সত্য সেবীর মৃত্যু কোথায়
তিনি যে অমর কালে ও দেশে।

জওহরলাল

ভারতরত্ন জওহর তুমি গর্ব যে আমাদের
সারাটি জীবন করেছ সাধনা কল্যাণ স্বদেশের।
পরাধীনতার মুক্তিযোদ্ধা গণবিপ্লবী বীর—
স্বাধীন ভারতে প্রধান মন্ত্র গঠন কর্মী ধীর!
তোমার মানবপ্রেমের সীমানা স্বদেশ বদ্ধ নয়—
বিশ্বমৈত্রী মন্ত্রের বলে করেছো বিশ্ব জয়!
সকল দেশের শিশুরা তাদের চাচা নেহেরুকে চেনে
তোমার মৃত্যু তাদের হিয়ায় মহাশোক দিল হেনে।
মরণেই কভু হবে না তো শেষ তোমার ব্রত মহান
তোমার সে ব্রত আমরা সাধিব রাখিব ভারতমান।

কিশোর সংঘের গান

আমরা কিশোর আমরা সবুজ
দেশের ভবিষ্যৎ—
"কিশোর সংঘে" আমরা দেশের
সাধিব যে হিকমত।
সকলে মিলিয়া কাজ আর খেলা করি
সকলে মিলিয়া জ্ঞানের সাধনা করি
ভালবাসা আর শ্রম দিয়ে গড়ি
দেশের ভবিষ্যৎ—
আমরা ভুলেছি জাতি ধর্মের ভেদ
আমাদের কাছে মানুষই পরম বেদ
মানুষের সেবা ব্রত আমাদের
মোদের ধর্মমত।

সরোজিনী নাইডু

না জাগিলে সব ভারত ললনা ভারত কেমনে জাগে!
কবির এ ক্ষোভ-উক্তিটি বুঝি তোমার হৃদয়ে লাগে?
গৃহকোণ ত্যজি তাই ছুটে এলে স্বদেশ সেবার তরে—
সব কোমলতা লুকালো সে কোন সুগভীর অন্তরে!
রাজনীতি আর কারাবাস হ'লো আরাধনা আর ঘর—
কোমল হৃদয় নিভৃতে সৃজিল কাব্যের নির্ঝর।
স্বাধীনতা রণে বীর সরোজিনী চিত্রাঙ্গদা তুমি
কাব্যে কোকিল—চিরবসন্তে ভরে রাখো মনোভূমি।

রামমোহন

ঈশ্বর করুণাময় বলি এই কথা ঃ
ধর্মের নামেতে তবু শত নিষ্ঠুরতা
চলেছে সমাজে নিত্য, এ ঘোর অন্যায়
ব্যথিত করেছে তব মহৎ হৃদয়।
আর দশজন মতো গোঁজামিল দিয়ে
চলতে শেখোনি তুমি সমাজ মানিয়ে—
বিদ্রোহ করেছ তাই স্ব-সমাজ সাথে,
বহু দুঃখ কষ্ট নিন্দা তুলে নিয়ে মাথে।
ধর্মের নামেতে যারা নারীকে পোড়ায়—
মেনে নাও নাই সেই পাপ ধর্ম দায়,
তাই বিদেশেতে তব অন্তিম শয়ন
হে দেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ শ্রীরামমোহন।

গঙ্গা

হিমালয় রূপী মহাদেব জটা
আজও ধরে তোমা আকাশ হ'তে
মুক্তি লভিয়া এসো যে নামিয়া
স্বচ্ছ স্ফটিক সবেগ স্রোতে।
সমতলে এলে গতি শ্লথ হয়
কোটি মানুষের দুঃখ হেরি
লক্ষ্যও বুঝি ভুল হয়ে যায়—
ঘুরপাকে ঘুরি ঘটাও দেরী।

কোটি মানুষের গ্লানি ধুয়ে মুছে
পঙ্কিল হয় স্বচ্ছ বারি—
সেদিকে তোমার দৃক্‌পাত নাই
সমবেদনায় হৃদয় ভারি।
অবশেষে তব ব্যথিত হৃদয়
সাগরেই খোঁজে সান্ত্বনা—
সীমাহীন বুকে মিশে একাকারে
কোটি কোটি জীব যন্ত্রণা।

বিদ্যাসাগর

গরীবের ছেলে ছিলে—কঠোর জীবন,
কত কষ্টে ক'রে গেছ জ্ঞানের সাধন
জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলে, পেলে ধন যশ
তাতে তৃপ্ত নও তুমি নও স্বার্থ বশ
চেয়েছ লোকের ভালো সাধতে সদাই
নিন্দা প্রশংসার প্রতি দৃক্‌পাত নাই।
গরীব এ দেশে ছিল অনেক কু-প্রথা
বাল্য বিধবার প্রতি অতি নিষ্ঠুরতা
এ সকল কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধনে
সয়েছ সকলি তুমি নির্ভীক অটল
টলে নাই কোন দিন দৃঢ় মনোবল,
যাদের করেছ ভাল তারা অনেকেই

করেছে তোমার ক্ষতি ক্ষোভ তবু নাই
করেছ তাদেরে ক্ষমা—মন যে তোমার
সাগরের মত বড় গভীর অপার
হে বিদ্যাসাগর তুমি দয়ার সাগর—
বিস্ময় জাগায় তব মহৎ অন্তর।

আন্দামান

সমুদ্র মন্থনে জাত কিংবা তার গ্রাস অবশেষে—
সুনিশ্চিত মেলেনি নির্দ্দেশ।
শুধু জানি,—তুমি নির্বাসিত
মহাদেশ অঙ্ক হ'তে, সিন্ধু উর্মি প্রহরা বেষ্টিত;
নির্বাসন ক্ষেত্ররূপে তাই বুঝি হয়ে নির্বাচিত
অশ্রুঢালি সমুদ্রের লবণাংশ করেছ বর্ধিত
দীর্ঘায়িত করি যত মৃত্যু-দণ্ড-ক্লেশ!

* * * *

বিগত সে ইতিহাস এখন নিঃশেষ ঃ
তুমি আজ নূতন স্বদেশ
ছিন্নমূল মানুষের; আশান্বিত আনন্দ ভবন;
তোমার নামের সাথে আজ নাই প্রচ্ছন্ন ক্রন্দন;
আনন্দিত মানুষের বহুতর জীবন স্পন্দন
আন্দামান নামের নির্দ্দেশ।

আবুল কালাম আজাদ

ভারতের বুকে অনেক ভাষা ও অনেক ধর্মমত—
তথাপি সবার কল্যাণ তরে আছিল একটি পথ ;
আজাদীর তরে ভারতবাসীর এক সাথে মেলা চাই
আবুল কালাম আজাদ বিচারে কোন ভুল করে নাই।
আরবী ভাষায় পণ্ডিত আর ধর্মেতে মৌলানা—
সারাটি জীবন সয়েছেন তিনি অনেক নির্যাতন।
আজাদী ভারতে শিক্ষার ভিত করেছেন পত্তন।
সংস্কৃতিবান মহান নেতার চরিত্র মহীয়ান
সমান শ্রদ্ধা আজো করে তাই হিন্দু-মুসলমান।

ক্ষুদিরাম

কিশোর বয়সে স্বদেশের ব্যথা পাগল করিল তোমা
প্রাণভয় আর সব মায়া ভুলে ছুটিলে লইয়া বোমা।
অত্যাচারীর মৃত্যুদণ্ড আপোষ সেখানে নাই
ইংরাজ লাট হত্যার তরে ক্ষুদিরাম ছোটে তাই।
লক্ষ্য তোমার ভুল হয়েছিল—দণ্ড পেয়েছ ফাঁসি
রজ্জু তাহার কণ্ঠে পরেছে—মুখেতে তৃপ্ত হাসি।
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল বটে—ব্যর্থ তবু তো নও!
সকল কিশোর চিত্তে স্বদেশপ্রেম শিখা জ্বেলে যাও।
স্বাধীন ভারতে আজিও অনেক অত্যাচারী তো আছে
তাদের ধ্বংস সাধন মন্ত্র নিলেম তোমার কাছে।

যাদুকর

প্রকৃতি রাজ্যে সেরা যাদুকর তপন খেলায় বরুণ সাথে,
কোটি ক্রোশান্তে থাকি সে খেলায়, কিরণের যাদু দণ্ড হাতে।
বর্ষায় মেঘ করে সে সৃজন, বৃষ্টি ঝরায়, বন্যা আসে,
শরতের মেঘে লুকোচুরি খেলে, শিশির ঝরায় পত্রে, ঘাসে।
কন্‌কনে শীত আনে কত দেশ, বরফ রচিয়া ভূমিকে ঢাকে।
নদী সমুদ্র-হ্রদ একাকার শ্বেত আবরণে লুকায়ে রাখে।
বসন্তে নব-কৌতুকে মাতি তাকে চরাচরে ঘন কুহেলী ;
সে যাদুকরের খেয়াল মেটাতে হেথা কানামাছি আমরা খেলি।

দিক চেনা

কোনটি উত্তর দিক জানিবারে চাও ?
সপ্তর্ষির প্রশ্নসূচক চিহ্ন প্রতি চাও।
পুলহের সাথে ক্রতু সংযোগ করিয়া
সরল রেখাটি কিছু দাও বাড়াইয়া—
ধ্রুবতারা পাবে ঠিকই তাহার উপর
অচঞ্চল থাকি সদা দেখায় উত্তর।
সপ্তর্ষিতে আছেন আরো তারকা পাঁচটি
পুলস্ত্য অত্রি অঙ্গিরা বশিষ্ঠ মরীচি।
বশিষ্ঠের পাশেই আছেন সতী অরুন্ধতি
বশিষ্ঠের তেজে ম্লান—তিনি তাঁর পতি।
ধ্রুবর যে পাশে এঁরা বিপরীতে তার
ক্যাসিওপিয়ার "ডাবলু" টিকে চিনিবে এবার।

দুই সুধা ধারা

জীবের জীবন রক্ষার তরে প্রকৃতি রেখেছে যে আয়োজন,
সে সবের মাঝে মায়ের স্নেহই আর সব হ'তে শ্রেষ্ঠধন।
জীব জগতের শীর্ষে রয়েছে যে সব উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী—
মাতৃ স্নেহের বিশেষ বিকাশ তাদের মাঝেই হয়েছে জানি।
মাতৃস্তন্য নিঃসৃত সুধা শৈশবে তারা করেছে পান,
তাইতেই তারা জীবদের মাঝে আজ দেখি এত শক্তিবান।
প্রকৃতি রাজ্যে যা কিছু খাদ্য আমরা করেছি আবিষ্কার—
স্বাদের বিচারে পুষ্টির গুণে দুগ্ধের সাথে তুলনা কার?
পৃথ্বীতে আছে দুই সুধা ধারা, মাতৃস্তন্য, মায়ের স্নেহ,
একটিতে করে হৃদয় উদার, আরটিতে গড়ে শক্ত দেহ।

সিদ্ধার্থ ও সুজাতা

(ধ্যানাসনে সিদ্ধার্থের স্বগতঃ ভাষণ)

এ জীবন দুঃখময় কেন? কেন রোগ, মৃত্যু, হাহাকার?
এ দুঃখের মূল উৎস কোথা? কোন পথে তার প্রতিকার?
এই সত্য অন্বেষণে ছাড়ি গৃহসুখ
সয়েছি কত না ক্লেশ, সত্য তবু আজিও বিমুখ!
সুকঠোর অনশনে অস্থিচর্ম সার
মস্তিষ্ক দুর্বল, তাই শক্তি নাই সুস্থিত চিন্তার।
সন্দেহ জেগেছে মনেঃ সুকঠোর কৃচ্ছ্রের সাধন,
এই কি সঠিক পথে সত্য অন্বেষণ?

দুর্বল, আবেশময় মস্তিষ্ক আমার,
সত্য উপলব্ধির অযোগ্য আধার।

(সুজাতার সিদ্ধার্থ সমীপে আগমন)

সুজাতা (স্বগতঃ)

আহা মরি, কি সুন্দর নবীন সন্ন্যাসী
নয়নে ঝরিছে যেন জ্যোতিঃ পূর্ণিমার।
কৃশ তনু—ছাই ঢাকা জ্বলন্ত অঙ্গার
প্রশান্ত সৌন্দর্যে দিক উঠেছে উদ্ভাসি!
সার্থক আজিকে মোর ব্রত আরাধনা
গ্রহণ করিলে অন্ন করিয়া করুণা।

(প্রকাশ্যে)

ওগো ও সন্ন্যাসী মোরে কৃপা দৃষ্টি দাও।
ব্রততী আমি গো—আজ ব্রত সমাপন,
পায়সান্ন রাঁধিয়াছি—শুদ্ধ আয়োজন,
গ্রহণ করগো তাহা—করুণা দেখাও।

সিদ্ধার্থ (স্বগত :)

কে এই বালিকা—এই নির্জন প্রান্তরে?
স্নেহ, পবিত্রতা মাখা সর্ব অবয়বে:
ক্ষুধিতেরে অন্নদান ব্রতের বৈভবে
হয়েছে কি দেবী তুল্য বাহিরে অন্তরে?
অথবা কি বিশ্বমাতা নারী মূর্ত্তি ধরি—
ক্ষুধিত এ সন্তানের দুঃখ নিবারিতে,

এসেছেন পায়সান্ন মোরে সমর্পিতে ?
কি মহা করুণা তাঁর আহা মরি মরি !
দূর হোক সব দ্বন্দ্ব, নিশ্চিত বিশ্বাসে
গ্রহণ করিব এই খাদ্য নিবেদন
মায়ের আশিস গণি ; পরিতৃপ্ত মন,
সুস্থ দেহ, যোগ্য হবে চিন্তার বিকাশে ।

(প্রকাশ্যে)

এস মাতা কর ঐ খাদ্যামৃত দান,
তোর স্নেহ অন্ন তবে ক্ষুধিত সন্তান ।

সুজাতা । আহা কি সৌভাগ্য মোর ওগো যোগীবর—
নিজ মুখে অন্ন তুমি করেছো প্রার্থনা !
এ জীবন ধন্য হ'ল ! কি মহা সান্ত্বনা ;
সকল কলুষ মুক্ত পবিত্র অন্তর ।
ধোয়াব ও হস্তপদ অনুমতি দাও
তারপর পাত্র হ'তে অন্ন তুমি খাও ।

(সুজাতা হস্তস্থিত কমণ্ডলু বারি সিঞ্চনে সিদ্ধার্থর হস্তপদ ধৌত করিলেন ও নিজ কেশ দিয়া তাহা মুছিলেন । সিদ্ধার্থ প্রশান্ত হাস্যে খাদ্যগ্রহণ করিলেন)

সিদ্ধার্থ ঃ

পরিতৃপ্ত আমি বৎসে তোমার সেবায়,
আশীর্বাদ করি অয়ি সেবাপরায়না—

দুঃখীজন প্রতি রাখো অপার করুণা ঃ
জীবনে আনন্দ লও সেবায় শ্রদ্ধায়।

সুজাতা (প্রণামান্তে)

লহ দেব প্রণতি আমার, চিত্ত মোর পরিপূর্ণ আজ
এ স্মৃতি উজ্জ্বল রবে মোর সারা জীবনের মাঝ!
(বিদায় গ্রহণ ও প্রস্থান)

সিদ্ধার্থ (একান্তে)

কি আশ্চর্য ! ক্ষণ পূর্বে যা ছিল দুর্বোধ
সহজ এখন যেন, চিন্তাশক্তি হতেছে প্রোজ্জ্বল!
এখন বসিলে ধ্যানে হ'তে পারি অভীষ্টে সফল
তীব্র কৃচ্ছ্রে সত্য মেনে ভাবে যারা নিতান্ত অবোধ।
এক সে মহান সত্য এরই মাঝে জেনেছি নিশ্চয়
দুঃখময় এ জগত তবু বেশ রয়েছে করুণা,
আছে স্নেহ, আছে প্রীতি, পরদুঃখ হরণ প্রেরণা,
সত্য ধর্ম তাই যাতে এ সকল বিকশিত হয়।
(পুনরায় ধ্যানে বসিলেন)